যুগান্তর

তারিখ 4 SEP 2012
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১-৭

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে সরকার : ফখরুল

যুগান্তর রিপোর্ট

বুয়েটের ভিসি ও প্রো-ভিসির অবিলম্বে অপসারণ দাবি করে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, পরিকল্পিতভাবে বুয়েটসহ উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে সরকার। যৌক্তিক দাবিতে বুয়েটের শিক্ষার্থীরা আন্দোলন করলেও সরকার কোন পদক্ষেপ নিচ্ছেন না। অন্যদিকে এই আন্দোলন বন্ধ করতে ক্যাম্পাসে পুলিশ ঢোকানো হয়েছে। ছাত্রলীগের গুণ্ডারা ভাঙচুর করে সাধারণ ছাত্রদের বিরুদ্ধে মামলা দিচ্ছে। অবিলম্বে বুয়েটের সৃষ্ট সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, না হলে এর দায়ভার সরকারকে নিতে হবে।

সোমবার বিকালে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের বর্ণাঢ্য র‍্যালিপূর্ব এক সমাবেশে তিনি এসব কথা বলেন। বিএনপির সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৪র্থ কারামুক্তি দিবস উপলক্ষে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়। [illegible]

সরকার : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

সরকার : ষড়যন্ত্র করছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

পল্টনে নয়াপল্টন থেকে বিকাল সাড়ে ৪টায় র‍্যালিটি শুরু হয়ে নাইটএঙ্গেল মোড়, পুরানাপল্টন হয়ে জাতীয় প্রেস ক্লাবে গিয়ে শেষ হয়। উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ৩ সেপ্টেম্বর তারেক রহমান উচ্চ আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। এরপর ১১ সেপ্টেম্বর উন্নত চিকিৎসার জন্য লন্ডনে যান। বর্তমানে তিনি সেখানেই আছেন। র‍্যালিপূর্ব সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে মির্জা ফখরুল বলেন, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অচলাবস্থা সৃষ্টির জন্য সরকারের দলীয়করণই দায়ী। কেবল বুয়েটেই আজ অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়নি। একই রকম অবস্থা সৃষ্টি করে সরকার দেশের প্রায় সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে বন্ধ করে দিচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই যাতে আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীরা পার্শ্ববর্তী দেশে পড়ালেখা করতে যায়।

তারেক রহমানের বিরুদ্ধে এখনও ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে তিনি বলেন, তার জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে সরকার একের পর এক মিথ্যা মামলা দিচ্ছে। সর্বশেষ ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা মামলায় তাকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে জড়ানো হয়েছে। ১/১১তে যারা তারেক রহমানকে হত্যা করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল, তারাই ক্ষমতাসীনদের যোগসাজশে আবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। তারেক রহমানকে দেশে ফিরিয়ে আনার আজ আমাদের শপথ নিতে হবে।

ছাত্রদল সভাপতি-সুলতান সালাহউদ্দিন টুকুর সভাপতিত্বে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমান, যুগ্ম মহাসচিব আমান উল্লাহ আমান, সাংগঠনিক সম্পাদক ফজলুল হক মিলন, ছাত্র বিষয়ক সম্পাদক শহীদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি, শিরিন সুলতানা, স্বেচ্ছাসেবক দল সভাপতি হাবিব উন নবী খান সোহেল, ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খান আলিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম বাবুল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমিরুজ্জামান খান শিমুল, সাংগঠনিক সম্পাদক আনিসুর রহমান তালুকদার খোকন প্রমুখ।

এছাড়া র‍্যালিতে অংশ নেন ছাত্রদলের সহসভাপতি হায়দার আলী লেনিন, ওমর ফারুক সাফিন, রজ্জব করীম চৌধুরী আবেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক রুয়েল, আবদান উদ্দিন খান শিপন, আনোয়ার হোসেন টিপু, শেখ আবদুল মালিক সোহেল, আবদুল মতিন, কামাল আহমেদ আনোয়ার, আকুল মনসুর খান দীপক, গোলাম মওলা শাহিন, ওবায়দুল হক নাসির, ইসহাক সরকার, খলিলুর রহমান খলিল, নিয়াজ হোসেন তারেকসহ রাজধানীর বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা। র‍্যালিতে ঘোড়ার গাড়িসহ নেতাকর্মীদের হাতে ছিল নানা রঙের ব্যানার-ফেস্টুন, উজ্জ্বল পতাকা, জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের বৃহৎ প্রতিকৃতি। ব্যান্ড সঙ্গীতদলও ছিল র‍্যালিতে।